উদ্ভিদ রোগবার্তা

Plant Disease Bulletin

(A Monthly Newsletter of Plant Disease Clinic)

বর্ষ ০১ ❖ সংখ্যা ০২ ❖ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

উপদেষ্টামন্ডলী
প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর ড. সালাহউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
প্রফেসর ড. নাজনীন সুলতানা
প্রফেসর ড. খাদিজা আক্তার

নির্বাহী সম্পাদক
আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ, সহযোগী অধ্যাপক

কারিগরী সম্পাদক
ড. মোঃ তোহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক

সম্পাদনা সহযোগী
প্রফেসর ড. ফাতেমা বেগম
প্রফেসর ড. নাজমুন নাহার তনু
সুক্তি রানী চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক
সৈয়দ মোহাম্মদ মহসিন, সহকারী অধ্যাপক

প্রকাশনায় ও সার্বিক যোগাযোগ
প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।
মোবাইল নংঃ ০১৬৭৬০০৮২৮১
Email: info@plantdiseaseclinic.com

সম্পাদকীয়

কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ফসল উৎপাদনের উপর যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ দেশের মাটি উৎপাদনের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ফসলের ফলন তুলনামূলকভাবে কম। ফলনের এই কম উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে রোগবালাই এর ভূমিকা অন্যতম। রোগ হলে ফসলের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, ফসল মারা যায়, যার ফলে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি ফসল বিভিন্ন রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসল শুধুমাত্র রোগের কারণেই নষ্ট হয়। সুনির্দিষ্ট বলতে গেলে প্রতিবছর ১০ থেকে ১৫ ভাগ ফসল রোগের কারনেই নষ্ট হয়। দিন দিন আমাদের ফসলগুলোতে রোগের আক্রমণ বেড়েই চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে তথা এশিয়াতে প্রথম গমের ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ আমাদেরকে অবাক ও সংকিত করেছে। সেজন্য ফসলের রোগবালাই ও তার দমন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণকে আমাদের আরো গুরুত্ব দিতে হবে এবং যুগোপযোগী করতে হবে। সঠিকভাবে বালাইনাশকের ব্যবহার, উপযুক্ত সময় ও সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ না করার কারণে রোগবালাই দমন হয়না। বরং তা পরিবেশ দূষণসহ মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট করে এবং জলাধারের পানি দূষিত করে। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করলে বালাই এর সহ্যক্ষমতা বেড়ে যায় বিধায় ঐ বালাইনাশকে আর কাজ হয়না। তখন তুলনামূলকভাবে অধিক বিষাক্ত ও অধিক মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হয়। ফলে একদিকে ফসলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে পরিবেশ ও আমাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই ফসলের রোগবালাই দমনের জন্য আমাদের অবশ্যই পরিবেশবান্ধব উপায়গুলোর কথা আগে বিবেচনা করতে হবে। রোগ দমনের জন্য সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার উপর হালনাগাদ প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের কাছে সহজলভ্য করতে হবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাসিক উদ্ভিদ রোগবার্তা'র যাত্রা শুরু। এটি প্রকাশে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সবার জীবন নিরাপদ ও কল্যাণময় হোক। সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা।

এ সংখ্যার প্রতিবেদন

মাঠ পর্যবেক্ষন অভিজ্ঞতা

যশোরে গোলাপের পাউডারি মিলডিউ রোগ

কৃষকের কাছে এটি গোলাপের ক্যান্সার আর ডিলারের কাছে সাদা মাকড়! প্রকৃতপক্ষে এটি গোলাপের পাউডারি মিলডিউ রোগ। আমরা যশোরের ঝিকরগাছায় ফিল্ড ইনভেস্টিগেসনে গিয়ে দেখলাম পাউডারী মিলডিউ রোগ গোলাপে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষকরে গদখালী আর পানিসারায়। ফেব্রুয়ারি মাস - এ সময় এই দুর্যোগ। পহেলা ফাল্গুন, ভালবাসা দিবস আর ২১শে ফেব্রুয়ারি কে সামনে রেখে এ মাসে সারা বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ফুলের ব্যবসা হয়। তার উপর এবার গোলাপের দাম চড়া। তাই হঠাৎ নতুন এই রোগে কৃষকের মাথায় হাত। পাউডারি মিলডিউ রোগের আক্রমণ শুরু হয় গোলাপের কচি পাতার নীচে। পাতায় সাদা ছত্রাক দেখা যায়। এ পাতাগুলো কুকড়ে যায়। এরপর রোগ পত্রবৃন্ত ও পাতার উপরিভাগেও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণের তীব্রতা বেশী হলে কান্ডে ও ফুলের বোটায় রোগ ছড়িয়ে পড়ে। পাতা সাদা সাদা হয়ে যায়। পরে ফুলের বোটায় পচন ধরে ও কালো হয়ে যায়। ফুলচাষীদের কাছে এটি ভাইরাস। জানতে চাইলাম, কি স্প্রে করেছেন? উত্তরে চাষী ভাই জানালো, 'সব দিয়েছি কোন কাজ হয় নাই। ৪-৫টা বিষ একসাথে মিশিয়ে স্প্রে করেছি, কিন্তু কাজ হয়না।' রোগবালাই দমনে কৃষক ডিলারের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল। এটি একটি রোগ, কিন্তু অধিকাংশ কৃষক এর জন্য মাকড়নাশক ভার্টিমেকসহ ৪-৫ পদের কীটনাশক স্প্রে করেছে। আর তাতে ফল না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক সময় তারা এতো বেশী ঘনত্বে স্প্রে করে যে, পাতার উপর সাদা হয়ে থাকে। একজন কৃষককে পেলাম, উনি এই রোগের জন্য সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করেছেন। কিন্তু এতে তার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান। ফুলের পাপড়ি পুড়ে গিয়েছে। জানতে চাইলাম, কি মাত্রায় ও কখন স্প্রে করেছেন? তিনি জানালেন, ১৬ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম হারে দুপুর বেলা স্প্রে করেছেন। সালফার ছত্রাকনাশক পাউডারী মিলডিউ রোগের জন্য অনুমোদিত। তবে সর্বোচ্চ মাত্রা হলো ১৬ লিটার পানিতে ৩২ গ্রাম। আর স্প্রে করতে হবে শেষ বিকেলে, যখন দিনের আলো কমে আসে। প্রখর আলোয় সালফারজাতীয় ছত্রাকনাশক গাছে বিষাক্ততা তৈরি করে, এতে কচিপাতা ও ফুল পুড়ে যেতে পারে। একদিকে প্রখর দুপুরে আবার তিন গুনের ও বেশী হারে স্প্রে করায় ফুলের পাপড়ি পুড়ে গিয়েছে। উনাকে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে বললাম। এক সপ্তাহে সালফারজাতীয় ছত্রাকনাশক এবং পরের সপ্তাহে ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০.২% হারে এভাবে ৩-৪ টি স্প্রে দিলে রোগ ভালো হয়। স্প্রে করতে হবে শেষ বিকেলে এবং পাতার উপরে ও নিচে, পুরো গাছে ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে। কিছুদিন বৃষ্টি হলে এতে এ রোগের প্রকোপ কমে আসবে। কারন এ রোগের জীবাণু অবলিগেট ছত্রাক, যা জীবিত গাছ ছাড়া বাচতে পারেনা। তাই বৃষ্টির পানিতে গাছ ধুয়ে গেলে ছত্রাকগুলো মাটিতে পড়ে মারা যায়, এবং রোগের প্রকোপ কমে আসে।

এ সময়ে ফসলের রোগ দমনে করণীয়

পেঁয়াজের ব্লচ রোগ

এ রোগটি বাংলাদেশে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের সবচেয়ে বড় বাঁধা হিসেবে বিবেচিত। পেয়াজে দু ধরণের ব্লচ রোগ দেখা যায় একটি হলো পার্পল ব্লচ অন্যটি হোয়াইট ব্লচ। কখনো কখনো দুটি রোগই একইসাথে থাকতে পারে। পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ রোগটি দমনে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হয়।

লক্ষণঃ *Alternaria porri* নামক ছত্রাকের আক্রমণে পার্পল ব্লচ এবং *Stemphylium* নামক ছত্রাকের আক্রমণে হোয়াইট ব্লচ রোগ হয়। রোগটি পেঁয়াজের পাতা এবং পুষ্পদন্ডে দেখা দেয় । আক্রান্ত অংশে প্রথমে ক্ষুদ্র পানিভেজা বাদামী দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগটি বাড়তে থাকে। পূর্ণাঙ্গ দাগে কয়েকটি চক্র পরিলক্ষিত হয়। পার্পল ব্লচ রোগের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ দাগটি পার্পল বা বেগুনী রং ধারণ করে আর হোয়াইট ব্লচ এর ক্ষেত্রে দাগটি সাদা বর্ণের হয। কখনো কখনো দুটি রোগই একসাথে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমে হোয়াইট ব্লচ এবং পরবর্তীতে পার্পল ব্লচ দেখা দেয়। পেঁয়াজের পাতার ক্ষেত্রে পাতার শীর্ষ থেকে আক্রমণ শুরু হয়। ধীরে ধীরে নিচের দিকে আক্রমণ বিস্তৃত হয় এবং সম্পূর্ণ পাতা শুকিয়ে যায়। পুষ্পদন্ডের যে কোন জায়গায়ই আক্রমণ হতে পারে। আক্রান্ত পুষ্পদন্ড ভেঙ্গে যায়। ফলে বীজ অপুষ্ট থাকে।

করণীয়ঃ আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগটি বীজ বাহিত বিধায় রোভরাল বা প্রোভেক্স ২০০ দ্বারা ০.৩% হারে বীজ শোধন করে লাগাতে হবে। রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইপ্রিডিওন গ্রুপের ছত্রাকনাশক রোভরাল অথবা ১ মিলি ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপের স্কোর মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল এবং ২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজ চাষ করলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে পুষ্পদন্ড আসার পর প্রতি সপ্তাহে একবার ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ

সরিষা বাংলাদেশের একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। লাভজনক বিধায় দিন দিন বাংলাদেশে সরিষা চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। চলতি মৌসুমে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরিষা গাছের পাতায় দাগ ও ঝলসানো রোগ লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণত আগাম চাষে রোগের আক্রমণ কম হয়।

লক্ষণঃ *Alternaria brassicae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগটি হয়। গাছের নিচের বয়স্ক পাতায় এ রোগটি প্রথম দেখা দেয়। পাতায় কালচে রঙের দাগ পড়ে। ধীরে ধীরে দাগ বড় হতে থাকে। পূনাঙ্গ দাগে কয়েকটি চক্র পরিলক্ষিত হয়। অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে সম্পূর্ণ পাতাকে ঝলসে দেয়। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে রোগটি দ্রুত গাছের কান্ড, পত্রবৃন্ত, ফলের বোটা ও পডে ছড়িয়ে পড়ে।

করণীয়ঃ আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগটি বীজ বাহিত বিধায় রোভরাল বা প্রোভেক্স ২০০ দ্বারা ০.৩% হারে বীজ

শোধন করে লাগাতে হবে। রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল এবং ২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও ডাইথেন এম ৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসলের রোগের পূর্বাভাস

গমের শীষ বের হবার পর বৃষ্টিপাত হলে এবং বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ভেজা থাকলে এবং দিনের তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা এর বেশি হলে গমের ব্লাস্ট রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এ রোগ রোগ বাড়ে। দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশী হলে রোগ বাড়ে। রোগ দমনের জন্য নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন। আবহাওয়ার দিকে খেয়াল রাখুন। প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ১২ থেকে ১৫ দিন পর আরেকবার ছত্রাকনাশক স্প্রে করুন। প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে করুন।

আপনার সমস্যা আমাদের সমাধান

আব্দুল আহাদ, গ্রাম: খাটুরিয়া, উপজেলা: গোবিন্দগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা

প্রশ্ন: চীনাবাদাম গাছের পাতায় লোহার মরিচার মতো দাগ পড়া রোগের প্রতিকার করব কিভাবে?

উত্তর: চীনাবাদামের এ রোগটিকে চীনাবাদামের মরিচা রোগ বলে। এ রোগটি পাকসিনিয়া এরাচিডিস নামক ছত্রাকের কারণে হয়ে থাকে। সাধারণত বয়স্ক বাদাম গাছে এ রোগটি বেশি হয়ে থাকে। আর এতে বাদামের ফলন প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়। এ রোগ দমনে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো হলো-পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জমিতে চাষাবাদ ও রোগ প্রতিরোধী বাদামের জাত যেমন: ঝিঙা বাদাম চাষ করা। তারপরও যদি এ রোগের আক্রমণ দেখা যায় তবে প্রপিকোন-াজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক টিল্ট/কন্টাফ/ক্রিজল ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর কমপক্ষে তিন বার ছত্রাকনাশক স্প্রে করলে এ রোগের প্রকোপ কমে যাবে। আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার সেটি হলো স্প্রের কাজটি অবশ্যই বিকেল বেলা করতে হবে নাহলে উপকারী পোকা মৌমাছি মারা যাবে এবং ফসলের পরাগায়ন ব্যহত হবে।

মোঃ আসাদুজ্জামান
গ্রাম: লাউযুতি, উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও

প্রশ্ন: মিষ্টিআলুর পাতায় এক ধরনের দাগ পড়ে গাছের আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে। কী করব?

উত্তর: মিষ্টিআলুর পাতার এ রোগকে মোটল রোগ বলে। এ রোগটি ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। জাবপোকার মাধ্যমে এ ভাইরাসটি ছড়ায়। সে কারণে বাহক পোকা অর্থাৎ জাবপোকা দমন করতে ইমিডাক্লোরপ্রিড গ্রুপের যেমন এডমায়ার, ইমিটাফ প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে সঠিক নিয়মে বিকেলের দিকে প্রতি ১৫ দিন পর পর তিন বার স্প্রে করতে হবে। তাহলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এ রোগ হলে মিষ্টিআলুর ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়।

মোঃ রুবেল ইসলাম
গ্রাম: পানিসারা, উপজেলা: ঝিকরগাছা, জেলা: যশোর

প্রশ্ন: চন্দ্রমল্লিকা ফুলে সাধারণত কি কি ধরনের রোগ হয়ে থাকে? প্রতিকার কী?

উত্তর: চন্দ্রমল্লিকা ফুলে সাধারণত পাউডারি মিলডিউ ও পাতায় দাগ পড়া রোগ হয়ে থাকে। পাউডারি মিলডিউ রোগ হলে চন্দ্রমল্লিকার পাতার ওপরে সাদা থেকে ধূসর গুঁড়ার মতো আবরন পড়ে। পাতা আস্তে আস্তে কুঁকড়িয়ে বিকৃত হয়ে যায়। আর বেশি আক্রমণ হলে গাছ শুকিয়ে মারা যায়। গরম ও আদ্র আবহাওয়ায় এ রোগ বেশি হয়। সে জন্য সঠিক রোপণ দূরত্ব অনুসরণ করা দরকার এছাড়া রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেনডাজিম গ্রুপের ব্যাভিস্টিন বা সালটাফ ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন পর পর ২ থেকে ৩ বার সঠিক নিয়মে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। চন্দ্রমল্লিকা ফুল গাছের পাতায় দাগ পড়া রোগের ক্ষেত্রে নিচের পাতায় প্রথমে হলদে দাগ পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে পাতার দাগগুলো বাদামি থেকে কালো দাগে পরিণত হয়। এ রোগ দমনেও কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাক-নাশক যেমন ব্যাভিস্টিন ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে সঠিক নিয়মে স্প্রে করা যায়।

মোঃ রফিকুল ইসলাম, গ্রাম: ইসলামপুর, উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রশ্ন: লেবু গাছের আগা মারা যাচ্ছে। এ সমস্যাটির প্রতিকার সম্পর্কে জানাবেন।

উত্তর: লেবু গাছের আগা মরে যাওয়া রোগ হলে প্রথমে লেবু গাছের যে অংশটুকু মরে গেছে সেখান থেকে কিছু সুস্থ অংশসহ ধারালো চাকু দ্বারা সুন্দরভাবে কেটে ফেলতে হবে। তারপর কাটা অংশে বর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ১ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম তুঁত ও ১০০ গ্রামচুন মিশিয়ে বর্দোপেস্ট তৈরি করতে হয়। এছাড়া কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের যে কোনো ছত্রাকনাশক ৪ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন পর পর ১/২বার স্প্রে করা। সে সাথে লেবু বাগানটিকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এসব নিয়ম মেনে চললে লেবু গাছের আগা মরা রোগ দমন করতে পারবেন।

সরিষার পাতা পোড়া রোগ

গমের ব্লাস্ট আক্রান্ত জমি পর্যবেক্ষন

ফসলের রোগসংক্রান্ত জিজ্ঞাসা

প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা

আপনাদের কঠোর পরিশ্রমে আমরা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফসল ফলাতে গিয়ে আপনারা নানাবিদ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতি মাসে উদ্ভিদ রোগবার্তা প্রকাশ করে থাকি। ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা আমাদের জানাতে পারেন। আমরা পরবর্তী সংখ্যায় আপনার প্রশ্নের উত্তর জানাবো। এছাড়া আপনার কোন পরামর্শ বা মতামত থাকলে তাও আমাদের লিখে জানাতে পারেন। আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ এর উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করবে।

নির্বাহী সম্পাদক

ডিজিটাল প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক

ডিজিটাল প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক ফসলের রোগসংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস। এটি ফসলের রোগ নিয়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন তথ্যভান্ডার। এখানে দেশে চাষকৃত ১১৪ টি ফসলের ৫৩৪ টি রোগের কারণ, লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থাপনা ছবিসহ দেয়া রয়েছে। এখানে ছবি দেখে কৃষক/ ব্যবহারকারী ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান পেতে পারেন। প্রক্রিয়াটি চলমান। সম্মানিত ব্যবহারকারিগণের যে কোন মতামত এ কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করবে । সেবাটি পেতে ব্রাউজ করন **http://plantdiseaseclinic.com/**

প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক

"প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক" শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের কৃষি বিষয়ক একটি নাগরিক সেবা কার্যক্রম। এখানে ফসলের রোগ সংক্রান্ত যে কোন নমুনা প্রেরণ করা যায়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়। এছাড়াও এখানে বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, জৈব বালাইনাশক সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। দেশের যে কোন নাগরিক এ সেবাগুলো "প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক" থেকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারেন। বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন বা আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কৃতজ্ঞতা

এই বুলেটিনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষাখাতে উচ্চশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে বাস্তবায়নাধীন "Establishment of a Plant Disease Clinic at Sher-e-Bangla Agricultural University in Dhaka, Bangladesh" - শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের অর্থায়নে প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বুলেটিনটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বুকপোষ্ট

প্রেরক	প্রাপক
প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭।	নামঃ ---------- ঠিকানাঃ ---------- ---------- ----------

উদ্ভিদ রোগবার্তা গ্রাহক ফরম

নাম ঃ ----------

ঠিকানা ঃ ----------

মোবাইল নং ঃ ----------

আমি এক বছরের জন্য উদ্ভিদ রোগবার্তার গ্রাহক হতে চাই। উক্ত সময়ের জন্য কুরিয়ার ফি বাবদ ২০০/- (দুই শত) টাকা বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ০১৮১৯৮২৩০৩০ নম্বরে পাঠাচ্ছি। আমাকে আগামী ---------- সংখ্যা থেকে আগামী ---------- সংখ্যা পর্যন্ত বুলেটিনগুলো পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

স্বাক্ষর